স্বাস্থ্যখাতের বাজেট পর্যালোচনা

উন্নয়ন সমন্বয় কর্তৃক 'ডিজিটাল বাজেট ইনফরমেশন হেল্পডেস্ক' এবং 'আমাদের সংসদ' প্লাটফর্মের জন্য প্রণীত

উন্নয়ন সমন্বয়

Bank Asia

জুন, ২০২৩

ভূমিকা

স্বাস্থ্য সেবার অধিকার জনগণের মৌলিক অধিকারের মধ্যে অন্যতম। সাংবিধানিকভাবেই এই অধিকার জনগণের প্রাপ্য এবং এ কারণে সরকার জনগণকে স্বাস্থ্যগত সুরক্ষা প্রদান করে থাকে। টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা সূচকে বাংলাদেশ স্বাস্থ্য খাতের বেশ কিছু ইনডিকেটরে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি পরিলক্ষিত হলেও এই খাতে এখনও বিনিয়োগের সুযোগ আছে। মানব সম্পদের উন্নয়নে স্বাস্থ্যসেবা খাতের গুরুত্ব অপরিসীম। জাতিসংঘের ২০২১ সালের হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রির্পোট অনুসারে মানব উন্নয়ন সূচকে বাংলাদেশ চার ধাপ এগিয়েছে।

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশও কোভিডের ভয়বাহতা অতিক্রম করছে। করোনা প্রতিরোধে এখন পর্যন্ত প্রথম ডোজের আওতায় ৮৮.৫ শতাংশ, দ্বিতীয় ডোজের আওতায় ৮২.২ শতাংশ, তৃতীয় ডোজের আওতায় ৩৯.৬ শতাংশ এবং চতুর্থ ডোজের আওতায় ১.৯ শতাংশ মানুষকে করোনার টিকা দেওয়া হয়েছে। তবে, বিগত কয়েক বছরে স্বাস্থ্যখাতের অন্যতম প্রধান চ্যালেঞ্জ ডেঙ্গু প্রকোপ, যা শহর থেকে গ্রামেও বিস্তার লাভ করেছে। শুধুমাত্র ২০২২ সালের শেষার্ধ পর্যন্ত ডেঙ্গু জ্বরে মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ২৮১ জন, যেটি ছিল এখন পর্যন্ত সর্বোচ্চ। ভয়াবহতা বিবেচনায় স্বাস্থ্যখাতের এ জায়গাটি বর্তমানে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার পাবার দাবি রাখে।

সর্বস্তরের মানুষের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে ২০১২ সাল থেকে ২০২০ সালের মধ্যে দেশে একশত নতুন সরকারি হাসপাতাল তৈরি করা হয়েছে। বেসরকারি হসপাতালের সংখ্যা বেড়েছে প্রায় তিনশত। এর সঙ্গে স্বাস্থ্যখাতে টেকসই উন্নয়নের অভিষ্ট (এসডিজি) প্রতিটি সূচকে বাংলাদেশের দৃশ্যমান অগ্রগতি দেখা যায়। মাতৃমৃত্যু, পাঁচ বছরের নিচের শিশু মৃত্যুহার, এবং সদ্য জন্মগ্রহন করা শিশু মৃত্যুহার কমেছে। তবে, এ ধারা অব্যাহত রাখতে দরকার প্রয়োনীয় বিনিয়োগ নিশ্চিত করা।

কিন্তু সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত কল্পে মানুষের চিকিৎসা ব্যয়ভার কমানো বাংলাদেশ সরকারের জন্য এখনও একটি বড় চ্যালেঞ্জ। বাংলাদেশ ন্যাশনাল হেলথ অ্যাকাউন্টস, ১৯৯৭-২০২০ এসর হিসাব অনুযায়ী, বাংলাদেশের মাথাপিছু কারেন্ট হেলথ এক্সপেন্ডিচার মাত্র ৪৫ ডলার , যা দক্ষিণ এশিয়ার অন্যসব দেশের তুলনায় কম। আর এই অপ্রতুল স্বাস্থ্য ব্যয়ের প্রায় ৬৮ শতাংশই যাচ্ছে সাধারণ নাগরিকদের নিজেদের পকেট থেকে যেখানে সরকারের কাছ থেকে আসছে মাত্র ২৩ শতাংশ।

২০৪১ সালের মধ্যে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তুলতে প্রয়োজন সবার জন্য মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা, পুষ্টি ও পরিবার কল্যাণ সেবা প্রদানের মাধ্যমে একটি দক্ষতাভিত্তিক জনগোষ্ঠী গড়ে তোলা। পাশাপাশি ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য স্বাস্থ্যখাতের উন্নয়ন বাজেটের অংশ বাড়াতে হবে।

বাংলাদেশ সরকার মধ্যমমেয়াদে স্বাস্থ্যখাতের উন্নয়নের জন্য বেশ কিছু কৌশল নিয়েছে, যার মধ্যে মা ও শিশুর উন্নত স্বাস্থ্য সেবা, সবার জন্য মান সম্মত ও বিশেষায়িত স্বাস্থ্য সেবা, সংক্রামক ও অসংক্রামক ব্যাধি এবং জলবায়ু পরিবর্তনজনিত নতুন রোগ নিয়ন্ত্রণ, উন্নত ও দক্ষ ঔষধ খাত প্রতিষ্ঠা এবং স্বাস্থ্য ও পুষ্টি খাতে দক্ষ মানব সম্পদ সৃজন ইত্যাদি প্রাধান্য পেয়েছে। মহামারী উত্তরকালীন সাম্প্রতিক বৈশ্বিক রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং অর্থনৈতিক সংকটের মধ্যে দিয়ে স্বাস্থ্যখাত নানা ধরণের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করেছে। তাই মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদে টেকসই স্বাস্থ্য নিশ্চিতকরণে এবং মানব সম্পদ উন্নয়নে এই খাতের বিনিয়োগ বাড়ানোর দিকে সরকারের গুরুত্ব বাড়ছে।

স্বাস্থ্য খাতে এবারের বরাদ্দ

সবার জন্য উন্নত ও জনবান্ধব স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য সেবা অব্যাহত রেখেছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটে স্বাস্থ্যখাতে মোট বরাদ্দ ধরা হয়েছে ৩৮ হাজার ৫২ কোটি টাকা, যা মোট বাজেটের ৫ শতাংশ। এবারের প্রস্তাবিত বাজেটে এই খাতে ২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটের থেকে প্রায় ২৮ শতাংশ বৃদ্ধি করা হয়েছে। গত কয়েক অর্থবছরে মোট বরাদ্দ টাকার অংকে ক্রমান্বয়ে বাড়লেও মোট বাজেটের শতাংশ হিসেবে আগের মতোই আছে।

চিত্র ১: প্রস্তাবিতসহ বিগত কয়েক বছরের স্বাস্থ্যখাতের বরাদ্দ

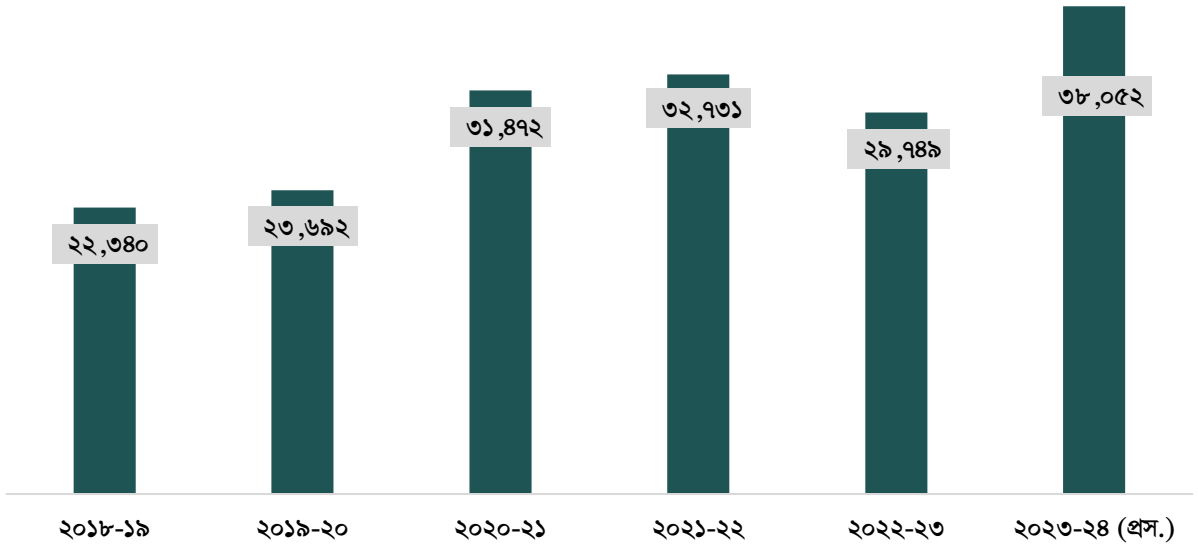

তথ্যসূত্র: বাজেট স্র-সংক্ষেপ, ২০২৩-২৪

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে স্বাস্থ্যখাতের বরাদ্দ বিশ্লেষণ

টেকসই স্বাস্থ্য এবং মানব উন্নয়নের জন্য এসডিজি-তে স্বার্বজনীন স্বাস্থ্যসেবার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এসডিজি'র প্রতিটা সূচক অর্জনের জন্য বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনার কৌশল বাস্তবায়নের প্রধান হাতিয়ার হলো বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)।

চলতি ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের সংশোধিত বরাদ্দের তুলনায় প্রস্তাবিত বাজেটে স্বাস্থ্যখাতে এডিপির বরাদ্দ ৩,৪৫৯ কোটি বৃদ্ধি পেয়েছে (২৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে)। সরকারের উন্নয়ন নীতিমালার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে স্বাস্থ্যখাতকে

অগ্রাধিকার খাত হিসেবে বিবেচনায় নেওয়া হয়। এর কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের এডিপি-তে ৪র্থ স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর কর্মসূচি (4th HPNSP) (১ম সংশোধিত) বাস্তায়নাধীন রয়েছে। স্বাস্থ্য খাতের অধীন স্বাস্থ্য সেবা, স্বাস্থ্য শিক্ষা, পুষ্টি এবং জনসংখ্যা ও পরিবার কল্যাণ সাব-সেক্টরসমূহের আওতায় ৪৪টি বিনিয়োগ প্রকল্প ও কারিগরি সহায়তায় ৩টি অননুমোদিত প্রকল্পসহ মোট ৪৭টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। উল্লেখ্য, স্বাস্থ্যখাতে এডিপি'র বরাদ্দ বিগত বছরের তুলনায় কমেছে।

চিত্র ১: এডিপি'তে স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্দের উল্লেখযোগ্য দিক

১৬,২০৪ কোটি টাকা

২০২৩-২৪ অর্থবছরে স্বাস্থ্যখাতে এডিপি বরাদ্দ

মোট ৪৭টি চলমান প্রকল্প

৪৪টি বিনিয়োগ +৩টি কারিগরি

৬ শতাংশ

মোট এডিপিতে স্বাস্থ্যখাতের জন্য দেওয়া বরাদ্দ

স্বাস্থ্যখাতের উন্নয়নে আলোচিত বিভিন্ন দিক

প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-৪১, ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা, স্বল্পোন্নত দেশ হতে টেকসই উন্নয়ন, কোভিড-উত্তর পরিস্থিতিতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ অব্যাহত রাখা এবং রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের প্রভাব ইত্যাদি বিষয় বিবেচনায় রেখে সরকার সার্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। কোভিড-১৯ পরিস্থিতি মোকাবেলায় সরকারের সাফল্য বিশ্বব্যাপী প্রশংসনীয়। জনগনকে কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন প্রদানের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান সারাবিশ্বে প্রথম ৫টি দেশের মধ্যে। এছাড়া, সম্প্রতি জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে "কমিউনিটি ভিত্তিক প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা: সার্বজনীন স্বাস্থ্য পরিষেবা অর্জনের লক্ষ্যে একটি অংশগ্রহনমূলক এবং অন্তর্ভূক্তিমূলক পদ্ধতি" শিরোনামে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে যেটা কমিউনিটি পর্যায়ে দেশেন জনগনের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। কোভিড-১৯ এর পুনরাবৃত্তির ক্ষেত্রে সতর্কতামূল পদক্ষেপ গ্রহণ অব্যাহত আছে। তবে, জনগণের দীর্ঘমেয়াদি

স্বাস্থ্য সুরক্ষা পুষ্টি বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধি কার্যক্রমের পাশাপাশি প্রাথমিক চিকিৎসা সেবা মানুষের জন্য অধিকতর সহজলভ্য করার দিকে গুরুত্ব বাড়ছে।

উপসংহার

সাশ্রয়ী মূল্যে সবার জন্য স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার মাধ্যমে একটি সুস্থ,সবল ও কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী গড়ে তোলাকে অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। ২০৩০ সালের মধ্যে সর্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা আবর্তন নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ বেশ কিছু লক্ষ্যমাত্রা স্থির করেছে, যা জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার (এসডিজি) কাঠামোর প্রস্তাবিত প্রধান লক্ষ্যমাত্রাগুলোর সাথেও সামঞ্জস্যপূর্ণ। সবার জন্য সুলভ ও মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে অগ্রাধিকারভিত্তিক সেবাসমূহ সম্প্রসারণ, অধিক সংখ্যায় লোক নিয়োগ এবং সেবাগ্রহীতাদের ব্যক্তিগত ব্যয় হ্রাস নিশ্চিত করার বিষয়ে বাজেট বক্তৃতায় বলা হয়েছে। তবে, সে অনুযায়ী বাজেট বরাদ্দ বাড়ানোর বিষয়টিও সমান গুরুত্বপূর্ণ, কারণ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক খাতের মতো স্বাস্থ্য খাতেও গতানুগতিক বাজেট বরাদ্দের ধারা বজায় রাখতে দেখা যাচ্ছে। স্বাস্থ্য শিক্ষা কার্যক্রমে চিকিৎসকদের পাশাপাশি নার্সিং সেবার প্রতিও বিশেষ নজর দেওয়া প্রয়োজন। এছাড়া. স্বাস্থ্যসেবা খাতের বিশেষায়িত প্রযুক্তি/যন্ত্র ব্যবহার, পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে বিশেষায়িত ও দক্ষ জনবল (Medical Technicians, experts) তৈরির জন্য কোর্স/প্রশিক্ষণ পরিচালনাসহ উপযোগী অন্যান্য কার্যক্রম দ্রুত গ্রহনের ব্যবস্থা করা উচিত।

বাংলাদেশের প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০২১-২০৪১) অনুযায়ী বাংলাদেশকে দারিদ্যমুক্ত, উচ্চ আয়ের একটি দেশ হিসেবে কল্পনা করা হয়েছে, যেখানে দেশের সবাই স্বাস্থ্যক্ষেত্রে সর্বোচ্চ অর্জনযোগ্য সেবা পাবেন। তবে, এই সময়ে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে মানুষের স্বাস্থ্যসেবা বাবদ নিজের পকেট খরচ কমানো। সেই বাস্তবতায় বাজেটে স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্দ যেমন বাড়ানো উচিত তেমনি স্বাস্থ্যখাতে উন্নয়ন ব্যয় প্রাক্কলন অনুযায়ী ব্যয় বাবদ সক্ষমতা তৈরি করা এবং যেসব উপখাতে বরাদ্দ অব্যয়িত থাকে না সেখানে বরাদ্দ বৃদ্ধির দিকে নজর দেওয়া দরকার। এক্ষেত্রে বাজেট পরিকল্পনাকারীরা স্বাস্থ্যখাতে জনবলের বেতন ও মজুরি বৃদ্ধির মাধ্যমে কিভাবে পুনবন্টন করা যায় সেটা বিবেচনায় আনতে হবে। পরিশেষে বলা যায়, উন্নত বাংলাদেশ গড়ে তুলতে যেমন দক্ষ জনগোষ্ঠি দরকার তেমনি একটি জনগনের দক্ষতা তারে সুস্থতার সঙ্গেও সম্পৃক্ত।

উন্নয়ন সমন্বয় কর্তৃক পরিচালিত 'ডিজিটাল বাজেট ইনফরমেশন হেল্পডেস্ক' এবং 'আমাদের সংসদ' প্লাটফর্মের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। বাজেট নিয়ে যেসব সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কাজ করে অথবা বাজেট নিয়ে যাদের সামান্যতম আগ্রহ আছে তাদের সবার জন্য আমাদের এ প্রকাশনা। এই উদ্যোগে বিশেষভাবে সহযোগিতা করেছে "ব্যাংক এশিয়া লিমিটেড"।

উন্নয়ন সমন্বয়

Bank Asia